REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২২শে বৈশাখ বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 5th May 1920. | ৩৫শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠত্বই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৷০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহাশিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারিশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষ হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্র সাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'জেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁটে কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা শুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি,—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, মুখার্জ্জি এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, পি, সেনগুপ্ত, এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, কি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৫০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)
৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,
৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড।
নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল— মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিচারক এ, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২২শে বৈশাখ বুধবার, ১৩২৭ সাল।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন।

—০—

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে গত ১৫ই এপ্রিল হইতে আমাদের সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হইল। এইবারে এক একটি বোর্ড গঠিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই বোর্ড লোকাল বোর্ড বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মত রাস্তা ঘাট পানীয় জল ও সাধারণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন। অনেক বিচার কার্য্যও এই বোর্ড কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। বোর্ডের মেম্বরগণ যত নিখুঁৎ হইবে কার্য্যও তত নিখুঁৎ হইবে। মেম্বর বাছাই করিবার সময় যাহাতে সৎলোক নিযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে রাজশক্তি ও সাধারণের দৃষ্টি রাখা দরকার। বহু দিনের ইপ্সিত স্বায়ত্তশাসনের এই হাতে খড়ি। এই সকল গ্রাম্য সমিতি কার্য্যে যত উন্নতি দেখাইতে পারিবে ততই অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।

দেশকা হাল।

—০—

আজ কাল মাঝে মাঝে এক আধটুক বৃষ্টি হইতেছে। ব্যারাম পীড়া অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু স্থানে স্থানে মায়ের অনুগ্রহ দেখা যাইতেছে। খাদ্য পরিধেয় ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস হইতেছে না। প্রচুর বৃষ্টির অভাবে ভাদুই শস্যের ক্ষতি হইতেছে। আম পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমের ফলন দেখিয়া বোধ হয়, সস্তা হইতে পারে। অনেক গরীব লোক এই সময়ে আম কাঁঠালের ব্যবসা করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে। ভাগীরথীর জল দিন দিন অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। সেওলা জন্মিয়া জলের রং পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। পানীয় জলের অভাবই স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ।

পরীক্ষার্থীর কঠিন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিয়াছেন— ১৯২৪ সাল হইতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে সংস্কৃত প্রশ্নের উত্তর দেবনাগর অক্ষরে লিখিতে হইবে। বিহারবাসী বাঙ্গালী ছাত্রগণের পক্ষে এই নিয়ম প্রথম প্রথম খুব কঠিন হইবে।

—০—

লালগোলায় কমিশনর সাহেব।

—০—

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনর মিষ্টার ব্ল্যাক উড সাহেব লালগোলায় এক দরবার করিয়া রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরকে সি, আই, ই, উপাধির সনন্দ প্রদান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে লালগোলায় বেশ ধুম ধাম হইয়া গিয়াছে। রাজা বাহাদুর যে দিনও শুনিলাম তাঁহার চির অভ্যস্ত দানরূপ নেশার খোঁয়ারী ভাঙ্গিয়াছেন! দেশহিতকর কার্য্যে আরও কয়েক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। লালগোলা লালবাগ মহকুমার সামিল হইবে শুনিয়া কি আমরা সাধে ছটফট করি।

—০—

মিউনিসিপাল প্রসঙ্গ।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর অন্যতম কমিশনর বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বাহাদুরের নামীয় দুইখানি ইংরাজী দরখাস্ত 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশার্থ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের বিদ্যায় যতদূর কুলাইল সেই দুই খানির বঙ্গানুবাদ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(১)

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান
মহোদয় সমীপেষু।—

রঘুনাথগঞ্জ, তারিখ ৩০ এপ্রিল ১৯২০।

মহাশয়,

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী কমিশনরগণ জঙ্গিপুর খেয়া-ঘাট বিক্রয় নাকচ সম্বন্ধে ১০-৪-২০ তারিখের প্রস্তাবে কথিত "ভাইস-চেয়ারম্যানের মত তুষ্ণীম্ভূত রাখা" এই কথাগুলির পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য মিউনিসিপাল কমিশনরগণের একটী বিশেষ সভা আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করি।

এই ব্যাপারের সম্পর্কে আমরা নিবেদন করি যে ভাইস-চেয়ারম্যানের কথায় আমরা বুঝিয়াছিলাম—তিনি উক্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষেই মত দিয়াছিলেন এবং চেয়ারম্যান বিক্রয় সম্পাদন করিয়াছিলেন এই জন্য তিনি ইহাতে পক্ষ হইতে পারেন না বলিয়া একমাত্র তিনি ভিন্ন সকল কমিশনরই উক্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষে মত দিয়াছিলেন—মীমাংসা কালে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
স্বাঃ আর, আহম্মদ।
স্বাঃ মহম্মদ ইউনাস।
স্বাঃ শ্রীকালীকান্ত সরকার।
স্বাঃ শ্রীআশুতোষ সরকার।
(মিউনিসিপাল কমিশনরগণ)

(২)

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান
মহোদয় সমীপেষু।—

রঘুনাথগঞ্জ, তারিখ ৩০ এপ্রিল ১৯২০।

মহাশয়,

আমরা জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর নিম্নস্বাক্ষরকারী কমিশনরগণ অন্যান্য হেতুবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত হেতুবাদে জঙ্গিপুর ডিস্পেন্সরী কমিটীর গঠন সম্বন্ধে ১০-৪-২০ তারিখের প্রস্তাবের পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য মিউনিসিপাল কমিশনরগণের এক বিশেষ সভা আহ্বানের জন্য প্রার্থনা করি।

হেতুবাদ :—

১। যেহেতু বিষয়টী ধারাবাহিকরূপে অর্থাৎ নোটীসে লিখিত বিষয়গুলির পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হয় নাই।

২। যেহেতু অন্যতম কমিশনর বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সে প্রকারে এবং সে ক্ষেত্রে বিষয়টী গ্রহণ করিবার সম্মতি প্রদান করেন নাই।

৩। যেহেতু কথিত প্রস্তাবটী প্রস্তাবিত বা সমর্থিত হয় নাই এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের মতানুযায়ী উক্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল।

৪। যেহেতু যে সকল কমিশনর উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই সে সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন।

৫। যেহেতু এই প্রস্তাব যে 'বোনাফাইডি' অর্থাৎ বাস্তবিক ঠিক হয় নাই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

৬। যেহেতু এই প্রকারে গঠিত কমিটীর প্রতিনিধিত্ব নাই।

৭। যেহেতু উক্ত কমিটির গুরুত্ব সম্বন্ধে আস্থার জন্য সুচিন্তিত বিবেচনা ও পূর্ণ আন্দোলনের পর ইহার গঠন হওয়া উচিত।

স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
স্বাঃ শ্রীকালীকান্ত সরকার।
স্বাঃ শ্রীআশুতোষ সরকার।
(মিউনিসিপাল কমিশনর)

মিউনিসিপালিটীর সেরেস্তার কাগজ যখন খবরের কাগজের কলেবর পূর্ণ করিল, তখন বুঝিতে হইবে যে কমিটিতে সরলতার অভাব হইয়াছে। কাগজ কলমের লড়াই বাধিয়াছে। যদি সাধারণের স্বার্থ লইয়া কোনও পক্ষ লড়াই করেন তবে বলিহারী তাঁহারা, বলিহারী তাঁহাদের সদিচ্ছা! আর যদি শাক্ত ও বৈষ্ণবের, শিয়া ও সুন্নির বিবাদের মত পরস্পর পরস্পরের মতের বিরুদ্ধে যাইতেই হইবে এই রূপ প্রবৃত্তি লইয়া কার্য্য হইয়া থাকে তাহা হইলে এই মতদ্বৈধে কুফল ব্যতীত সুফল হইবে না। ব্যক্তিগত বিদ্বেষজনিত জেদ সাধারণের কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়া বিধেয় নহে। যে খেয়া ঘাটের জন্য এত লেখালেখি হইতেছে, তাহার পূর্ব্ব ইজারাদার শুনিতেছি বহরমপুরে মামলা দায়ের করিয়াছেন। যদ্যপি এই মামলা চলে তাহা হইলে ইহার খরচা কি কমিশনারগণ আপনাদের পকেট হইতে দিবেন না গরীব করদাতাগণের ঘটি বাটি তুলিয়া আদায় করা পয়সা হইতে মামলা খরচা হইবে? যে মিউনিসিপালিটী অর্থের অভাবে অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যগুলি সমাধা করিতে পারেন না তাহার এক কপর্দ্দকও অযথা মামলা মোকদ্দমায় ব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রতি বৎসর মিউনিসিপালিটীর রাস্তায় ধূলি নিবারণ জন্য সকালে বৈকালে জল দেওয়া হইত, এবারে সে প্রথা লোপ পাইল বলিয়া বোধ হয়। গলি রাস্তায় এমন কি সদর রাস্তায়

স্থানে স্থানে "ছি ছি এত্তা জঞ্জালের" অভাব নাই। আমরা সেনিটারী ইনস্পেক্টর বাবুর মুখে শুনিয়াছি যে এক একটী মেথরকে প্রত্যহ প্রায় ৫০টী করিয়া পায়খানা পরিষ্কার করিতে হয়, কাজেই পায়খানা পরিষ্কারের কার্য্য সুচারুরূপে হওয়া অসম্ভব। অর্থের প্রাচুর্য্য থাকিলে অবশ্যই অধিক সংখ্যক মেথর নিযুক্ত করা হইত। তাই বলি হে মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তাগণ! এ হেন মিউনিসিপালিটির অর্থ যেন অযথা ব্যয় না হয় সে বিষয়ে আপনারা সকলে অবহিত হউন। আপনারা আপনাদিগকে সাধারণের ভৃত্য বলিয়া গৌরব অনুভব করেন, অতএব এই ভৃত্যত্বের আবরণে প্রভুত্বের জন্য মারামারি না করিয়া সাধারণের হিতার্থে যথাজ্ঞান যথাধর্ম্ম কার্য্য করুন। আপনারা সকলে এক মতাবলম্বী না হইলেও এক ব্রতাবলম্বী। সে ব্রত—সাধারণের হিত-সাধন। মতের পার্থক্য জন্য যেন সঙ্কল্পিত ব্রত নষ্ট না হয়, সে দিকে যেন প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকে। আপনারা প্রত্যেক কর্ম্মের সন্তোষজনক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিরুদ্ধবাদীগণের ভুল দেখাইয়া দিয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া দশের কাজে কোমর বাঁধিয়া লাগুন ইহাই আমাদের ইচ্ছা। জং সং।

—০—

৺ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

—০—

আত্মদীপিকা হইতে উদ্ধৃত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪

—০—

যাহাহউক পাঁচবৎসর বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পাঠের পর ইন্দ্রবাবু এনট্রান্স পরীক্ষা প্রদান করিয়া পনর টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন। এইবার তিনি হুগলি কলেজে প্রবেশ লাভ করিয়া চুঁচুড়ায় শিববাবুর গৃহেই রহিলেন। শিববাবুর আদেশে ও পরিচয়ে তদীয় পরিবারগণ ইন্দ্রকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া উহাঁকে নিজের পরিবারস্থজ্ঞানে স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি তথা হইতে এলে ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কিছু দিন হুগলী ও গয়ায় মাষ্টারী করিয়া ছিলেন। মাষ্টারী করিতে করিতে তিনি আইন পরীক্ষা বি, এল উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে রঘুনাথগঞ্জে ওকালতী আরম্ভ করেন। পড়িবার সময় উক্ত সাবডিবিসনের অধীন বেলুড়িয়া গ্রামের রঘুনাথ রায় চৌধুরীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতি জলদবরণী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উক্ত রঘুনাথ রায় চৌধুরী দাক্ষিণ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ গোপাল আচার্য্য মহাশয়ের প্রপৌত্র হর্ষ রায়ের বংশধর। রঘুনাথের সন্তানসন্ততি কেহ না থাকায় ইন্দ্রবাবুর হাতে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে। রঘুনাথগঞ্জ হইতে উক্ত বেলুড়িয়া গ্রাম বেশী দূরবর্ত্তী নয়। তজ্জন্য ওকালতী করিতে করিতে তিনি শ্বশুরের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ওকালতীতেও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিপত্তি জন্মিতে লাগিল। তাঁহার প্রখর প্রতিভা ও আইন জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অনেক জমিদার ও রাজন্যবর্গ তাঁহাকে মাসিক বেতন দিয়া স্বীয় স্বীয় মোকর্দ্দমা চালাইবার ভার দিতে লাগিলেন। তিনিও যোগ্যতার সহিত কাজ চালাইয়া যশস্বী হইতে লাগিলেন। সাধরণ মক্কেলেও তাঁহার বাসাবাটী পরিপূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। এই সময়ে তদীয় পিতা হরিলাল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে। ইন্দ্রবাবু দক্ষিণগ্রামে আসিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করেন। দুঃখের বিষয় হরিলালের সন্তানের পূর্ণোন্নতি দর্শনলাভ অদৃষ্টে ঘটিল না। তাঁহাকে শমনের ডাকে পররাজ্যে যাইতে হইল।

পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপনের পর তিনি রঘুনাথগঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটিতে লাগিল। এইবার তিনি নিজেদের বসবাস জন্য একটী সুবৃহৎ পাকাবাড়ী প্রস্তুত করাইলেন এবং উহার পশ্চিমে একটী নাতিবৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিলেন। উক্ত সরোবর প্রতিষ্ঠার সময় বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল। তদায় আশ্রয়দাতা হেডমাষ্টার শিববাবু রঘুনাথগঞ্জে শুভাগমন করিয়া ছিলেন। উহার বাঁধাঘাটের স্তম্ভে একটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই— "শিব বাবুর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ইন্দ্রচন্দ্রের দ্বারা এই সরোবর খনিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল।" ইন্দ্রবাবু শিববাবুর দয়ার কথা এক দিনের জন্য ভুলিয়া যান নাই। তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সেবা ভক্তি করিয়া অনেক সময় তদীয় কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেন। চুঁচুড়ায় শিববাবুদের বাড়ীতে খুব ধুমধামে কালীপূজা হইয়া থাকে। উক্ত পূজায় প্রতি বৎসরই তিনি চুঁচুড়ায় গিয়া পূজার অনেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। ইন্দ্রবাবু চরিত্রবলে ও প্রখর বুদ্ধি-প্রতিভায় সকলেরই প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি এতাবৎকাল মধ্যে রঘুনাথগঞ্জের কোন অধিবাসীর মোকর্দ্দমায় ওকালতনামা দস্তখত করেন নাই। তাহার কারণ তাঁহার সমস্ত অধিবাসী তাঁহার সমান প্রীতি ভালবাসার পাত্র। যদি তিনি বাদী কি প্রতিবাদীর পক্ষে ওকালতনামা গ্রহণ করেন তবে অপর পক্ষের ভালবাসা বা ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। তজ্জন্য সহরের সমস্ত লোকই তাঁহাকে নিজ পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তির ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। অকপটে সকলে নিজ নিজ অভাব অভিযোগের কথা জানাইত। কাহারও গৃহবিবাদ হইলে তিনি তাহা মিটাইয়া দিতেন। কাহারও বাড়ীতে কোন সমারোহ ব্যাপার ঘটিলে ইন্দ্রবাবুই যেন উহার গুরুত্ব নিজে অনুভব করিতেন। কাহারও পুত্র কন্যার বিবাহ ঘটিলে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতেন এবং যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার বিধি ব্যবস্থা তাঁহাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। মজুর, মুটে, দোকানদার, জমিদার, উকিল, মোক্তার, হাকিম প্রভৃতি সকলেই ইন্দ্রবাবুর সম্মান করিতেন। বিচারকগণ অনেক সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শিষ্টাচার দেখাইতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না এক কথায় বলিতে গেলে রঘুনাথগঞ্জের সব কার্য্যেই ইন্দ্রবাবু। সভাসমিতে ইন্দ্রবাবু, বিবাহ সভায় ইন্দ্রবাবু, ধনীর আরাম নিকেতনে ইন্দ্রবাবু, দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইন্দ্রবাবু, মিউনিসিপ্যালিটীতে ইন্দ্রবাবু, কলেরা রোগাক্রান্ত দরিদ্র গৃহে ইন্দ্রবাবু, শ্মশানঘাটে নিঃসহায় দরিদ্রের শবদাহনে ইন্দ্রবাবু!! তিনি যেন রঘুনাথগঞ্জের প্রাণ। তদীয় অভাবে বাস্তবিক রঘুনাথগঞ্জ প্রাণহীন হইয়াছে। কতদিনে এ অভাবের পরিপূরণ হইবে তাহ বলা যায় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামতারণ রায়।

—০—

আমমোক্তারনামা খারিজ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমি সন ১৩২৬। ২৩শে শ্রাবণ তারিখে লালগোলা শ্রীমন্তপুরনিবাসী ৺কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীলুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য বরাবর আমার জমিদারী মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর ২৬৪ তৌজির মহাল তং টেকা গোটা দিগর ও পত্তনী মহাল লাড়ুখাকি ফতেপুরের ৫ বৎসরের ম্যানেজমেণ্ট জন্য এক আমমোক্তারনামা লিখিয়া রেজেষ্টী করিয়া দিয়াছি। আমি ১৩২৭। ২১শে বৈশাখ উক্ত সম্পত্তি অন্যান্য সম্পত্তি সহ লালগোলানিবাসী রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি, আই, ই, মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করায় উক্ত আমমোক্তারনামা খারিজ করিলাম। এখন হইতে কোন ব্যক্তি উক্ত আমমোক্তারনামানুসারে কার্য্য করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে ইতি ১৩২৭। ২২শে বৈশাখ।

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

জবাকুসুম তৈল

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৶০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লাপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবা রজন দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ ;
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন কর' কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

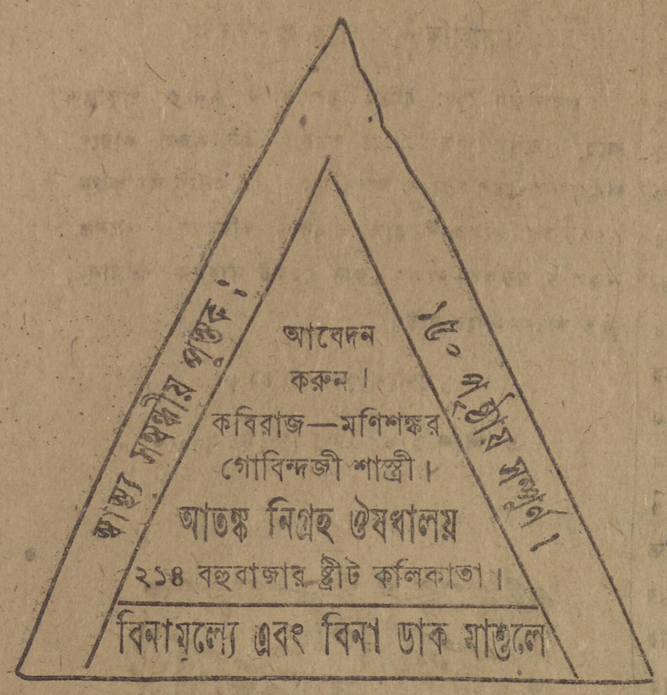

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক ! ৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ !

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের উৎসবে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ মাত্র ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও দেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১৷৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ